তারিখ ... 04 JUL 1987 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... 1 ...

020

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার, ১৯শে আষাঢ়, ১৩৯৪

এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল

, দেশের চারিটি শিক্ষা বোর্ডের এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে। এবারে চার বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৫ শত ২ জন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৬ শত ৯ জন। ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮ শত ৯৩ জন পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হইয়াছে। চার বোর্ডের সম্মিলিত হিসাবে পাসের হার হইতেছে ৫৯ দশমিক ৮১। শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রবহমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে পাসের এই হার কম নয়। সবাই স্বীকার করিবেন, কিছু দিন আগেও পরীক্ষার ক্ষেত্রে ছিল চরম নৈরাজ্য ও অরাজকতা। নকলবাজি চলিত প্রায় অবাধে। ইহারই পরিণতিতে মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ ছাত্রও কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করিয়া সকলের মনে বিস্ময় ও সংশয় সৃষ্টি করিত। যাই হউক, নকলবাজির জন্য নাম-ডাক আছে, এমন অনেকগুলি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলসহ নিবর্তনমূলক কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি অনেকটা কাটাইয়া উঠা সম্ভব হইয়াছে। তবে এই ক্ষেত্রে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। তবে, একথাও সত্য যে; বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বহু মহলেই নানা আপত্তি বিদ্যমান। এবং সে আপত্তি খুব বেশী অসঙ্গতও নয়। ইতিমধ্যে উন্নত দেশগুলিতে বহু বিকল্প প্রক্রিয়া গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে সে ধরনের বিকল্প কোন পদ্ধতি এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় চালু ও গ্রহণ-যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

এবারের পরীক্ষার ফলাফলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হইল, ছাত্ররা তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাও আনন্দের কথা। তবে অভিযোগ রহিয়াছে যে, ক্লাসে ভালভাবে শিক্ষাদানের চাইতে শিক্ষকরা এখন প্রাইভেট কোচিং-এর প্রতিই অধিক মনোযোগী। শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্রদের মধ্যেও দেখা দিয়াছে মেড ইজি বা সিওর সাকসেস-এর প্রবণতা। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেই ইহারও প্রতিবিধান আবশ্যক। এদিকে বিগত কয়েক বৎসরের এস এস সি পরীক্ষার তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্তদের অধিকাংশই কোন না কোন খ্যাতিমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী। মেধা তালিকার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া থাকে ক্যাডেট কলেজের নাম। কেন এমন হইতেছে উহা ক্যাডেট কলেজ বিরোধী মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত না হইয়া সুস্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখার প্রয়োজন আছে। ক্যাডেট কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি, একাডেমিক সুযোগ-সুবিধা, নিয়ম-শৃংখলা এবং সর্বোপরি ছাত্রদের স্বাবলম্বী হইয়া গড়িয়া উঠিবার প্রেরণা অপরাপর স্কুলে প্রবর্তনের কথাটা এই প্রসঙ্গেই সকলের ভাবিয়া দেখা দরকার।

এসএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া আরও একটি বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে। শীর্ষস্থান অধিকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ আজকাল অনেকটা রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, মেধাবী কোন ছাত্র-ছাত্রীই রাজনীতিকে পেশা হিসাবে গ্রহণের কথা উল্লেখ করে না। কিন্তু কেন? একদিকে বলা হয়, আমাদের, দেশের ছাত্রদের বাতিক নাকি রাজনীতি। অন্যদিকে বাস্তবে রাজনীতির প্রতি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অনীহার কারণ কি? একথা ঠিক যে, অতীতের ছাত্র রাজনীতির সহিত বর্তমান ছাত্র রাজনীতির গুণগত ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে রাজনীতির নামে শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে যে কায়-কারবার চালু করা হইয়াছে তাহার ফলেই সাধারণ ছাত্র সমাজ রাজনীতির প্রতি আজ বীতশ্রদ্ধ। সর্বোপরি পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধে, পজিশন-অপজিশন মহলের কাহারও কাহারও বক্তৃতায়-বিবৃতিতে রাজনীতিকে নিন্দা করা ও রাজনীতিকদের হেনস্তা করার একটা প্রবণতা লক্ষণীয়। এ কাজটা বামপন্থীরাই অত্যন্ত সুকৌশলে করিয়া থাকেন। কিন্তু কথা হইতেছে, ভাল ছাত্ররা যদি কেহ ভবিষ্যতে রাজনীতির অঙ্গনে পা না বাড়ায়, তাহা হইলে সৎ ও ভাল নেতৃত্ব আসিবে কোথা হইতে? যাহা হউক, ইহা হইতেছে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন বিষয়। আমরা এবারের এস-এসসি পরীক্ষায় সফলতা লাভকারী প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকেই মোবারকবাদ জানাই। আশা করি, ভবিষ্যৎ পরীক্ষায়ও তাহারা সফলতার স্বাক্ষর রাখিতে সক্ষম হইবে। আর যাহারা কৃতকার্য হইতে পারে নাই, তাহাদের জন্য রহিল আমাদের সমবেদনা। সেই সঙ্গে এই কথাও তাহাদের সকলের উদ্দেশে বলিতে চাই যে, সফলতা কিংবা ব্যর্থতা যাহাই আসুক, ফাঁকি দিয়া জীবনে বড় হওয়া যায় না। তাছাড়া ব্যর্থতাই যে সফলতার সিঁড়ি, একথা কে না জানে?